গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

বাংলার বামপন্থী নারী রাজনীতি : সংগঠন, কার্যকলাপ এবং আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭৭)

গবেষক:
মিঠু ফৌজদার (প্রামানিক)

তত্ত্বাবধায়ক:
ড. সুজয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
মেদিনীপুর ৭২১১০২
২০১৬

বাংলার বামপন্থী নারী রাজনীতি: সংগঠন, কার্যকলাপ এবং আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭৭)

ভূমিকা

আধুনিক ইতিহাস চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারীদের ইতিহাস। সমাজে নারীদের ভূমিকা, বিভিন্ন তত্ত্বগত আদর্শের সাথে তাদের পরিচয় এবং বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ ও আন্দোলনে তাদের অবস্থান— প্রত্যেকটি বিষয়ই ইতিহাসের আধুনিক গবেষকদের কাছে খুব আগ্রহের। এটা সত্যি যে সভ্যতার অগ্রগতি সত্ত্বেও নারীরা এখনও প্রান্তিক অবস্থায় আছেন। ২০০৭-এ প্রকাশিত UNICEF এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে নারীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবশ্য প্রভাব থাকা উচিত-গৃহক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে।

কমিউনিজম/সাম্যবাদ হল একটি এমন ধারণা যেখানে সমাজ ও রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে বাংলায় কমিউনিজমের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

গবেষণার মূল বিষয়:

আমার গবেষণাপত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রভাবে বাংলার বামপন্থী নারী রাজনীতির গতিপ্রবাহ। এই গবেষণার সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ১৯৪৭ খ্রি. থেকে ১৯৭৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে অর্থাৎ ভারত তথা বাংলার স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। সেই সময়কালে বাংলায় বামপন্থী নারীদের বিভিন্ন উদ্যোগ, কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ, তাদের সংগঠন-এসমস্তই এই গবেষণাপত্রের মূল বিষয়।

গবেষণার লক্ষ্য:

কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আমার এই গবেষণার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মূলতঃ যে যে বিষয়ের উপর এই গবেষণা আলোকপাত করেছে সেগুলি হল—

প্রথমত: কমিউনিস্ট মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বাংলার বামপন্থী নারীদের চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত: এই গবেষণার লক্ষ্য হল রাজ্যের ঐ সময়ের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী নারীদের উদ্যোগগুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা।

তৃতীয়ত: বামপন্থী নারী সংগঠনগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা।

তথ্য উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি :

বর্তমান গবেষণা কাজটির তথ্য উৎস হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি লেখ্যাগার বা মহাফেজখানা, সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য প্রতিবেদন। লিপিবদ্ধ বিভিন্ন স্মৃতিকথা, বিভিন্ন সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক, প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই গবেষণায় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাথমিক তথ্যসূত্রের সাথে গৌণ তথ্যসূত্রের সমন্বয়ে গবেষণাকর্মটি পরিচালিত ও সম্পন্ন করা হবে।

অধ্যায় বিভাজন

আমার গবেষণার কাজটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলির আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হল:

প্রথম অধ্যায় : বামপন্থী নারী সংগঠন: বিবর্তন ও কার্যকলাপ (১৯৪৭-১৯৭৭)

১৯৩০-এর দশকে বাংলার শিক্ষিত ছাত্রীদের অতি সামান্য অংশ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মহিলাদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এঁদের সংগঠিত করার পরিকল্পনা করা হয়। মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখার্জী, জুঁইফুল রায় ও কনক মুখার্জী - এই পাঁচজন মহিলা সদস্যকে নিয়ে প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশন ও পরে প্রাদেশিক স্পেশ্যাল সেল গঠন করা হয়। এঁদের উপরেই বাংলায় মহিলাদের মধ্যে পার্টি ও গণসংগঠনের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র মধ্যে বিভিন্ন দল ও মতের মহিলাদের সাথে বামপন্থী মহিলারাও যুক্ত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এর বৃহৎ অংশটি থেকে যায় পূর্ববাংলায়, আর বাকী অংশটি পশ্চিমবাংলায়। পশ্চিমবাংলার সংগঠনটি ধীরে ধীরে বামপন্থী মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে। স্বাধীনতার পর সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের বিরোধিতা করায় অন্যান্য গণসংগঠনের সাথে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইনে বেআইনী ঘোষণা করে।[২] ফলে এইসময় সমিতি প্রকাশ্যভাবে সম্মেলন করতে পারে নি। সেই কারণে ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে সমিতির চতুর্থ এবং পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় গোপনভাবে। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে কলকাতা হাইকোর্ট আইনসিদ্ধ ঘোষণা করে এবং একে একে রাজবন্দীদের মুক্তি ঘটে। ফলে প্রকাশ্যভাবে সমিতির নেতৃত্বে বামপন্থী মহিলারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে বামপন্থী মহিলারা বিশ্বনারী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতেই অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালের ৭-১০ই জুলাই সুইজারল্যাণ্ডের সুসান শহরে বিশ্বমাতৃসম্মেলনে মহিলারা অংশ নেন।[৩] এদিকে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নবম সম্মেলনে সমিতির নামের থেকে 'আত্মরক্ষা' কথাটি বাদ দেওয়া হয়। তবে এই পর্বে বামপন্থী মহিলাদের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হতে থাকে। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। ফলে, পার্টি প্রভাবিত গণসংগঠনেও তার প্রভাব পড়ে। ১৯৭০ সালের ৭-৮ই

মার্চ সমিতির ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের সময় সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।[৪] জরুরী অবস্থার সময় মহিলারা যৌথ কর্মসূচী নেন। কাজেই বলা যায়, সমস্ত সময়কাল জুড়ে নারী সংগঠন প্রত্যক্ষ করেছে বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা। কিন্তু তা সত্বেও মহিলাদের কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রাজনৈতিক আন্দোলনে বামপন্থী মহিলাদের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৭৭)

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বহু ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ভারত তথা বাংলাকে। এরমধ্যে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি যেরকম ছিল, তার সাথে সমান্তরালভাবে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল চরম খাদ্যসংকট, বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির বিষয়টিও সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দিকটিও সমান প্রাসঙ্গিক ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯৪৬-৪৭ সালে শুরু হওয়া তেভাগা ও অন্যান্য দাবিতে গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে কৃষক নারীরা এতে সক্রিয় ও সংগঠিতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৫] গ্রামীন মহিলাদের নিয়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিসহ বামপন্থী মহিলাদের ভূমিকার কথা জানা যায়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন। পাড়ায় সভা করা, পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে কাগজে বিবৃতি দেওয়া এবং যেসব আন্দোলনকারীকে বিনা অপরাধে জেলে আটক রেখেছে তাদের বিনাশর্তে ছেড়ে দেওয়ার মত নানা কর্মসূচী বামপন্থী মহিলাদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় বলে জানা যায়।[৬] জাতীয়ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ছিল ১৯৫৬খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় আইন অমান্য করে কারাবরণ করা, স্বাক্ষর সংগ্রহ করা, বিভিন্ন সম্মেলনে বঙ্গ-বিহার সংযুক্ত বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করার মত কর্মসূচী গ্রহণ করে বামপন্থী মহিলারা এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস দলের সরকারের পরাজয় হয় এবং প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এই নির্বাচনে কয়েকজন বামপন্থী মহিলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিছুদিন পরেই এই সরকারের পতন হয়ে গঠিত হয় পি.ডি.এফ. সরকার। এই সরকারের বিরুদ্ধে মহিলারা আইন অমান্য করেন। সকলের সমবেত প্রতিবাদের ফলে পি.ডি.এফ. সরকারকে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার, প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে মহিলারা রাজ্যপালের কাছে

স্মারকলিপি দেন। ১৯৭২ খ্রি. নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হয়। বারেবারে সরকারের পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রপতি শাসনে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হলে মহিলারা এই অধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলনে সামিল হন। 'ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি'র নেতৃত্বে মহিলারা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রণী হন। আলোচ্যসময়কালে আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যে সমস্ত আন্দোলনকারীকে সরকার গ্রেপ্তার করে তাঁদের মুক্তির দাবিতে মহিলারা বন্দীমুক্তি আন্দোলনে যুক্ত হন। জেলের অভ্যন্তরে ও জেলের বাইরে এই আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। জেলের অভ্যন্তরে অনশন ও জেলের বাইরে সভা মিছিল করে মহিলারা সরকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন। এমনকি ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মহিলারা মিছিল করায় পুলিশের গুলিতে চারজন বামপন্থী মহিলা নিহত হন।[৮] এইভাবে দেখা যায় ১৯৪৭-১৯৭৭ এই পর্বে বামপন্থী মহিলারা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, কখনো প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায় : আর্থ সামাজিক উন্নতির জন্য বামপন্থী মহিলাদের কাজ (১৯৪৭-১৯৭৭)

রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ও কর্মোদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নতির জন্যও বামপন্থী মহিলারা বিভিন্নরকম কাজে নিজেদের যুক্ত করেন। স্বাধীনতার পর প্রধান সমস্যা ছিল বাস্তুহারা সমস্যা। বাস্তুহারা সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল একদিকে যেমন সার্বিকভাবে সকল উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক সমস্যার দিকটি, তেমনি ছিল নারীদের কিছু বিশেষ আর্থসামাজিক সমস্যা, যেমন- চাল, কাপড় এবং রুজির সমস্যা। আর এই সমস্যার সূত্র ধরেই বামপন্থী মহিলারা উদ্বাস্তু মানুষদের পাশে দাঁড়ান বলে তথ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই বামপন্থী মহিলারা মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা, প্রস্তাব নেওয়া, সভা ও মিছিল করে জনগণকে সচেতন করা, সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি পেশ করা, বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপন করার মত কর্মসূচী নেন মহিলারা। শুধু দেশের মধ্যে এই আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক স্তরেও এই আন্দোলনকে যুক্ত করেন মহিলারা। বামপন্থী মহিলা কর্মীদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার জন্য যেমন বিভিন্ন শিক্ষা শিবির সংগঠিত করা হয় অন্যদিকে তেমনই সাধারণ মহিলাদের বিশেষ করে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মহিলাদের সাক্ষর করার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার মত কর্মসূচী নেন মহিলারা। সামাজিক শোষণের হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করা ও অধিকার আদায়ের জন্য বামপন্থী মহিলাদের নেতৃত্বে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। যেমন হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে ছোট-বড় সভা করা, ঘরোয়া আলোচনা করা এবং এই বিলের সমর্থনে নারী-পুরুষের স্বাক্ষর তুলে আইনসভার মারফৎ কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়।

মহিলাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৬), হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৬) ও পতিতা ব্যবসা নিরোধ আইন (১৯৫৬) পাশ হয়। ভারতীয় সমাজজীবনে একটি ঘৃণ্যতম প্রথা হল পণপ্রথা। এই পণপ্রথা নিরোধ বিল ১৯৫৪ সালে বামপন্থী মহিলা সাংসদ রেণু চক্রবর্তীর নামে লোকসভায় উত্থাপিত হয়।[১০] এই বিল আইনে পরিণত করার জন্য মহিলারা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সই সংগ্রহ করা, আইনমন্ত্রীর কাছে পোস্টকার্ড পাঠানো, জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় সভা করার জন্য কর্মসূচী নেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও এই বিলটিকে আইনে পরিণত করতে সাত বছর সময় লেগেছিল অর্থাৎ ১৯৬১সালে এই বিল আইনে পরিণত হয়। বামপন্থী মহিলাদের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ছিল দুঃস্থ মহিলাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা। জীবিকার দাবিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি সংসদে ও বিধান সভাতেও মহিলারা এই বিষয়টি নিয়ে সরব হন। নারী ও শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ান বামপন্থী মহিলারা। মৎসজীবী, বিড়ি শ্রমিক, বাস শ্রমিক, শিক্ষক, রেলওয়ে কর্মীদের জীবিকার দাবিতে বিভিন্ন আন্দোলনে তাদের ও তাদের পরিবারের পাশে থাকার সংবাদ তথ্য থেকে পাওয়া যায়। আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে বামপন্থী মহিলাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীদের মর্যাদা সঠিকভাবে রক্ষা করা। দুষ্কৃতি আক্রমণ সহ মহিলাদের উপর ঘটে যাওয়া মর্যাদা হানিকর যে কোনরকম ঘটনারই প্রতিবাদে মহিলাদের সামিল হতে দেখা গিয়েছে। কাজেই বলা যায় মহিলা ও শিশুসহ সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মহিলারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন।

চতুর্থ অধ্যায় : খাদ্য সমস্যা এবং বামপন্থী নারী (১৯৪৭-১৯৭৭)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত খাদ্য সমস্যার সমাধান সহ আরো কয়েকটি লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে খাদ্য সংকট মোকাবিলা করার জন্য মহিলারা যেমন উদ্যোগ নেন তেমনই স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও তাঁদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। কারণ ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের মত না হলেও ১৯৪৭-১৯৭৭ এইসময়কালে প্রায় সারা বাংলা জুড়েই এই সংকট মাঝে মাঝেই তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তাই এই পর্যায়ে মহিলাদের অন্যতম প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল খাদ্য সমস্যার সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে। আলোচ্য পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রেশনব্যবস্থা। রেশনিং ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার জন্য মহিলা নেত্রীরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছিলেন। যেমন- ২৯.০১.১৯৪৮ তারিখে ১২০০ মহিলাকে নিয়ে মণিকুন্তলা সেনের নেতৃত্বে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান হয় প্রচলিত রেশনিং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং যথাযথ রেশন কার্ড চালু করার জন্য।[১১] ১৯৪৭ খ্রি. থেকে ১৯৫৮খ্রি. পর্যন্ত খাদ্য সমস্যার সমাধানে নারীরা মূলত যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তা হল রেশনিং ব্যবস্থা। যথাযথ

রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা এককভাবে এবং অন্যান্য গণসংগঠনের সাথে যৌথভাবে সরকারের কাছে দাবি দাওয়া উত্থাপন করেন। ১৯৫৯খ্রি. পশ্চিমবাংলায় সর্বত্র দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই খাদ্য সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি বামপন্থী মহিলারা নিজেদের যুক্ত করেন বলে জানা যায়। ১৯৫৯ এর অনুরূপ খাদ্য সংকট ১৯৬৬ সালে দেখা দেয়। এই সময়ের আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে শুধু কলকাতাকেন্দ্রিক নয়, বিভিন্ন জেলায় এমনকি মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতেও নারীদের অংশগ্রহণের চিত্রটি বিভিন্ন তথ্যে উঠে এসেছে। ১৯৬৭-১৯৭৭ এই দশ বছর সময়কালে নারীদের কর্মসূচীর মূল অভিমুখ ছিল খাদ্য সমস্যার সমাধান। আর এই সমস্যার সমাধানের জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলি সেইভাবে আন্দোলনে সামিল হয়।

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলার বামপন্থী নারীদের পরিচিতি, বিবরণ ও বিশ্লেষণ

১৯৪৭-১৯৭৭খ্রি. পর্যন্ত বাংলায় বামপন্থী নারীদের সংগঠন, আন্দোলন ও কার্যকলাপ এই গবেষণাপত্রের মূল আলোচ্য বিষয়। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণতা দিতে গেলে যে সমস্ত নারীরা বামপন্থী আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন তাঁদের পরিচিতি, তাঁদের জীবন, কাজের বিভিন্ন দিক ও চিন্তাভাবনা আলোচনা করা জরুরী। বামপন্থী নারী আন্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে গেলে একদিকে যেমন নারীদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট আলোচনা করা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মহিলারা কিভাবে রাজনীতির আঙিনায় যুক্ত হয়েছিলেন এবং অনেকক্ষেত্রে সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করেও নিজেদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত রেখেছিলেন তাও বিশ্লেষণ করা দরকার। আর এই সমস্ত দিক আলোচনা করতে গিয়ে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বামপন্থী নারী আন্দোলনে মহিলাদের যোগদানের প্রেক্ষাপট ছিল নানাধরনের। জাতীয় কংগ্রেস, বিপ্লববাদী আন্দোলন, বামপন্থী ছাত্রী আন্দোলন,[১২] কৃষক আন্দোলনসহ[১৩] নানা সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে মহিলারা বামপন্থী নারী আন্দোলনে সামিল হন। আবার, প্রথম পর্বে বামপন্থী নারী সংগঠন সারা বাংলায় সক্রিয় ছিল না। বামপন্থী মহিলাদের কার্যক্ষেত্রের উৎসস্থল ছিল কলকাতা, বর্ধমান, হুগলীসহ পূর্ববঙ্গ। বামপন্থী সংগঠনে মহিলাদের জীবনযাপনও এই অধ্যায়ের আলোচনায় উঠে এসেছে। সম্প্রদায়গত অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলাদের বামপন্থী নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণের চিত্রটিও পরিস্ফুট হয়েছে। সর্বোপরি বামপন্থী নারীদের শিক্ষা, অধ্যয়ন জ্ঞানের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১) মুখোপাধ্যায় কনক, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, এন.বি.এ,২০০৫, পৃ. ১০০।

২) পুলিশ ফাইল নং - ৮৯৮/৪৪।

৩) পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬, Copy of a cyclostyled letter in English dated 30.6.55.

৪) একসাথে, ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৫) পুলিশ ফাইল নং-১৬২৮/৪৯, Report of Superintendent of Police (D.C.Sen) Midnapur dated 12.6.50.

৬) ঘরে বাইরে, ১৩৫৯/৬০, দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।

৭) ঘরে বাইরে, ১৩৬২-৬৩

৮) সাতাশে এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পৃ.৩০।

৯) পুলিশ ফাইল ৬১৯/৩৬।

১০) ঘরে বাইরে, ১৩৫৯, শারদীয়া, পৃ. ২৮৫।

১১) পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬।

১২) পুলিশ ফাইল নং - ৬১৯/৩৬।

১৩) পুলিশ ফাইল নং - ১৬২৮/৪৯।